অমর
চিত্র
কথা
রামায়ণ
নং ১৫ টা. 4.00
Indraindrajal.blogspot.in

সংস্কৃত ভাষায় প্রথম মহাকাব্য রামায়ন প্রকৃত কবিতার সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ। এই বিবেচনায় এর রচয়িতা, ঋষি বাল্মীকি 'আদিকবি' নামে খ্যাত।

কথিত আছে, ব্যাধের নির্মম শরাঘাতে নিহত এক ক্রৌঞ্চের সঙ্গিনী ক্রৌঞ্চীর শোক দেখে বাল্মীকির সমব্যথী হৃদয় থেকে কাব্য নির্গত হয়েছিল। এ ছিল এক প্রবল অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বসিত ধারা, এবং এই ধারা রচনা করেছিল এক শক্তিমান মহাকাব্যের, যে মহাকাব্য গত দু'হাজার বৎসর ধরে ভারতের মানবাত্মাকে অনুপ্রাণিত করে এসেছে।

রামায়ন আমাদের জাতীয় অনুভাবনার সঙ্গে এমনই অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত যে আমাদের আপাতঃ বিভিন্নতা বিভিন্ন ভাষায় এর অল্প পরিবর্তিত রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। কম্বন, তুলসীদাস, তুঞ্চন অথবা কৃত্তিবাস — সবাই-কার রচনাই একই কাহিনীর রূপান্তর।

এই উদ্ভাসিত কাহিনী পুরুষ ও স্ত্রীসত্তার আদর্শ রূপ, রাম ও সীতার চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে। রামের জীবন গাথায় ঈশ্বর যে পুরুষোত্তমের মধ্যে আত্মবিকাশ করেন, এই ভাব প্রণোদিত হয়েছে। এই হচ্ছে রামায়ন কথা।

বর্তমান কাহিনী তুলসীদাস কৃত রামচরিতমানস থেকে গৃহীত।

অনুবাদ / প্রেমেন্দ্র মিত্র
বর্ণলিপি / সৌরীন রায় / মলয়শঙ্কর
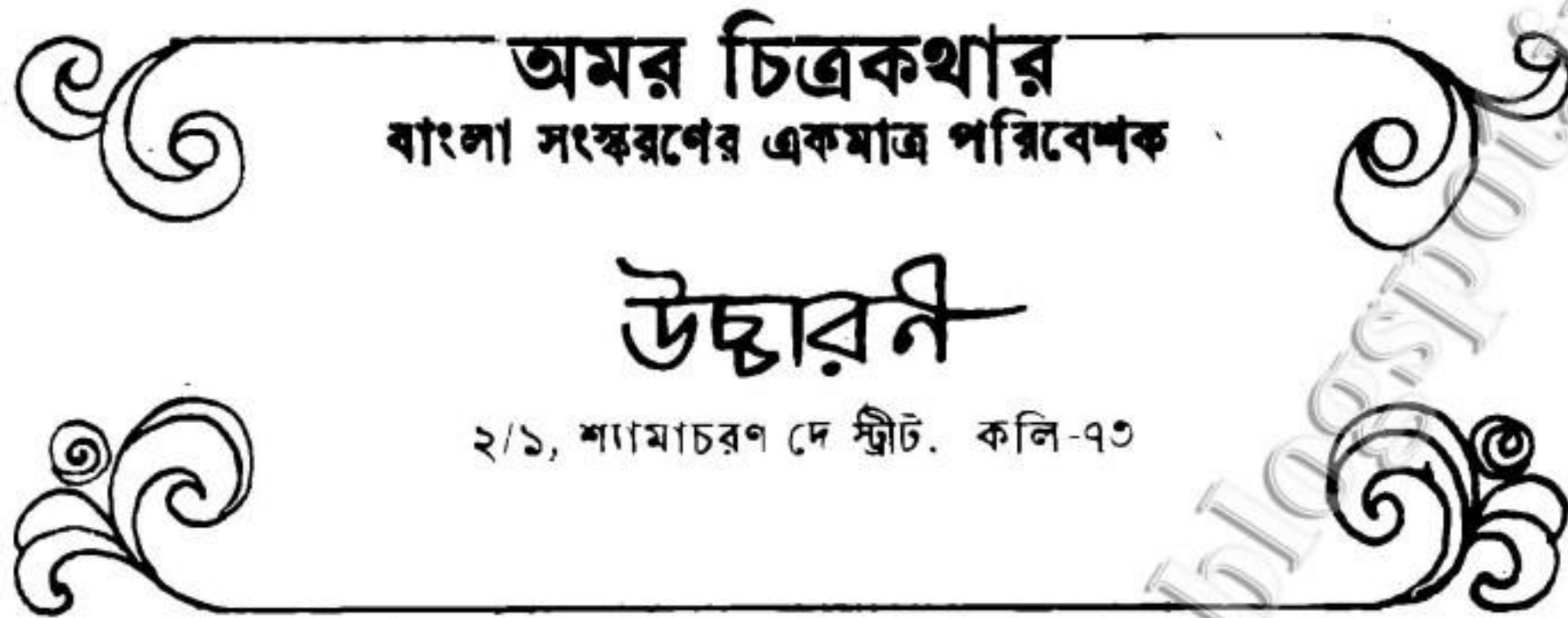
Published by H.G. Mirchandani for IBH Publishers Pvt. Ltd., 22, Bhulabhai Desai Road, Bombay 400 026 and printed by him at H. K. Printers.
120, Shivshakti Industrial Estate, Mathuradas Vissanji Road
Andheri (East), Bombay-400 059

Editor: Anant Pai　　Artwork: Pratap Mulick

রামায়ণ
সরযু নদীর তীরে অযোধ্যা নগরী। অনেক আগে রাজা দশরথ সেখানে রাজত্ব করতেন। তাঁর চারটি ছেলে ছিল— রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন।

রামের মা ছিলেন রানী কৌশল্যা, ভরতের মা রানী কৈকেয়ী আর লক্ষ্মন ও শত্রুঘ্ন ছিলেন রানী সুমিত্রার দুই ছেলে। তাঁদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ছিল কিন্তু গভীর।
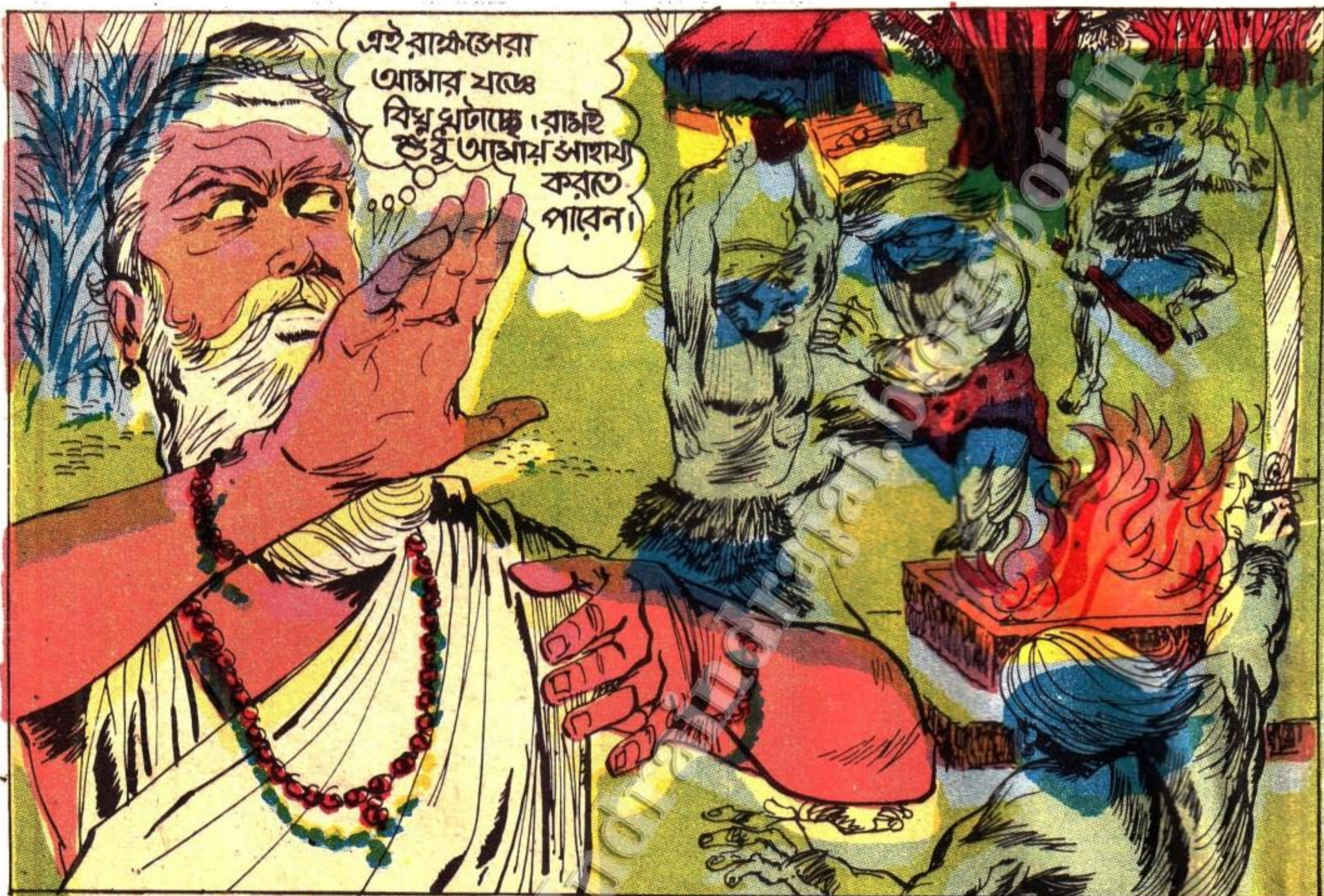
রামের ধনুর্বিদ্যার খ্যাতি তখন বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে। ঋষি বিশ্বামিত্রের সে কথা মনে পড়ল।

রাজা দশরথের অনুমতি নিয়ে তাই রাম লক্ষ্মনকে বনে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে একদিন–
রাম, ওই দেখো তাড়কা রাক্ষসী আসছে!

তাড়কা রাক্ষসীর সঙ্গে রামের ভীষন যুদ্ধ হল।

সব শেষে–

রাক্ষসেরা আরো বহুবার আক্রমন করল, কিন্তু রাম লক্ষ্মনের তীর অব্যর্থ।

কয়েকদিন বাদে —

আমরা সবাই রাজা জনকের কন্যা সীতার স্বয়ম্বর দেখতে যাব।

রাজা জনকের প্রাসাদে -

এ ধনুকে যে গুন পরাতে পারবে তার হাতেই সীতাকে সম্প্রদান করব।

পরপর ধনুকে গুণ পরাতে গিয়ে রাজপুত্রেরা কেউই ধনুকটা তুলতেও পারলেননা।

প্রত্যেকে আমরা হার মেনেছি। সবাই মিলে অন্ততঃ ধনুকটা'ত তুলতে পারি!

যাও রাম! আর সবাই হার মেনেছে। এবার ধনুকটা তুলে গুণ পরিয়ে সীতাকে সুখী কর!

রাম অনায়াসে ধনুকটা তুলে ফেললেন। তাঁর প্রচন্ড টানে সেটা ভেঙে গেল।

সীতা চোখ তুলে রামকে দেখে আনন্দিত হলেন।

এ আনন্দ সংবাদ পেয়ে রাজা দশরথ বিরাট শোভাযাত্রা করে অযোধ্যা থেকে মিথিলা রওনা. হলেন........

... সেখানে রামের সঙ্গে সীতার বিবাহ হল.

নাঃ, বড়ই বুড়ো হয়ে গেছি। রামের হাতে রাজ্য-ভার দেবার সময় হয়েছে!
সুখে দিন কাটছিল। একদিন—
সবাই এ সংবাদে খুশি হল। কৈকেয়ীর দাসী মন্থরা শুধু নয়—
রামের অভিষেকের আর দেরী নেই!
অভিষেক আমি হতে দিচ্ছি!
কি হয়েছে কি? মন্থরা?
কাল রামের অভিষেক হবে। তোমার ছেলে ভরতকে মামার বাড়ী থেকে ডাকিয়ে পর্যন্ত আনালো হয়নি।

তাতে হয়েছে কি?
হবে আর কি! রানী কৌশল্যার ছেলে রাজা হবে, আর তোমাকে মা ছেলে দু'জনের হুকুমে চলতে হবে!

কুটিলা মন্থরার কথায় কৈকেয়ীর মন বিষাক্ত হল।

মহারাজ একবার তোমায় দুটি বর দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। এখন সে বর চাও। ভরত রাজা হোক, আর রামকে চোদ্দ বছর বনবাসে পাঠাও।

পরে—
কেন এ অভিমান রানী?

কৈকেয়ী তাঁর মনের কথা জানালেন।
তুমি চাইলে ভরতকে আমি রাজা করব কিন্তু তোমার অন্য দাবী বড় নিষ্ঠুর রানী
তুমি যদি সত্যরক্ষা না কর'ত পৃথিবীর সবাই বলবে তুমি অসাধু।

এই নিষ্ঠুর কথা শুনে রাজা দশরথ মাটিতে পড়ে গেলেন।
রামের প্রতি কি করে এত নিষ্ঠুর হলে- ও কতো ভালো, কতো অমায়িক!

রাম যখন এ কথা শুনলেন—
আমি পিতার সত্য রক্ষা করব মা!

সীতা আর লক্ষণ রামের সঙ্গে বনবাসে যাবার জন্যে জেদ ধরলেন। অযোধ্যাবাসীরাও তাঁদের সঙ্গ নিল।
মন্ত্রী মশাই, আপনি এদের বুঝিয়ে শুঝিয়ে ফেরাতে পারেন না?
আমরা সবাই তোমাদের সঙ্গে যাব।

সন্ধ্যা হলে তারা বিশ্রাম করতে থাকল।
পরের দিন ভোরে—
জেগে উঠলে ওরা আমাদের সঙ্গে যেতে চাইবে। তার আগেই চলে যাই চল।

গঙ্গা নদীর তীরে রাম লক্ষ্মণ আর সীতা মন্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।
দেব! আমাদের পথ এখন থেকে আলাদা। আমরা এ নদীর পার হয়ে দক্ষিণে যাব আপনি অযোধ্যায় ফিরে যান।
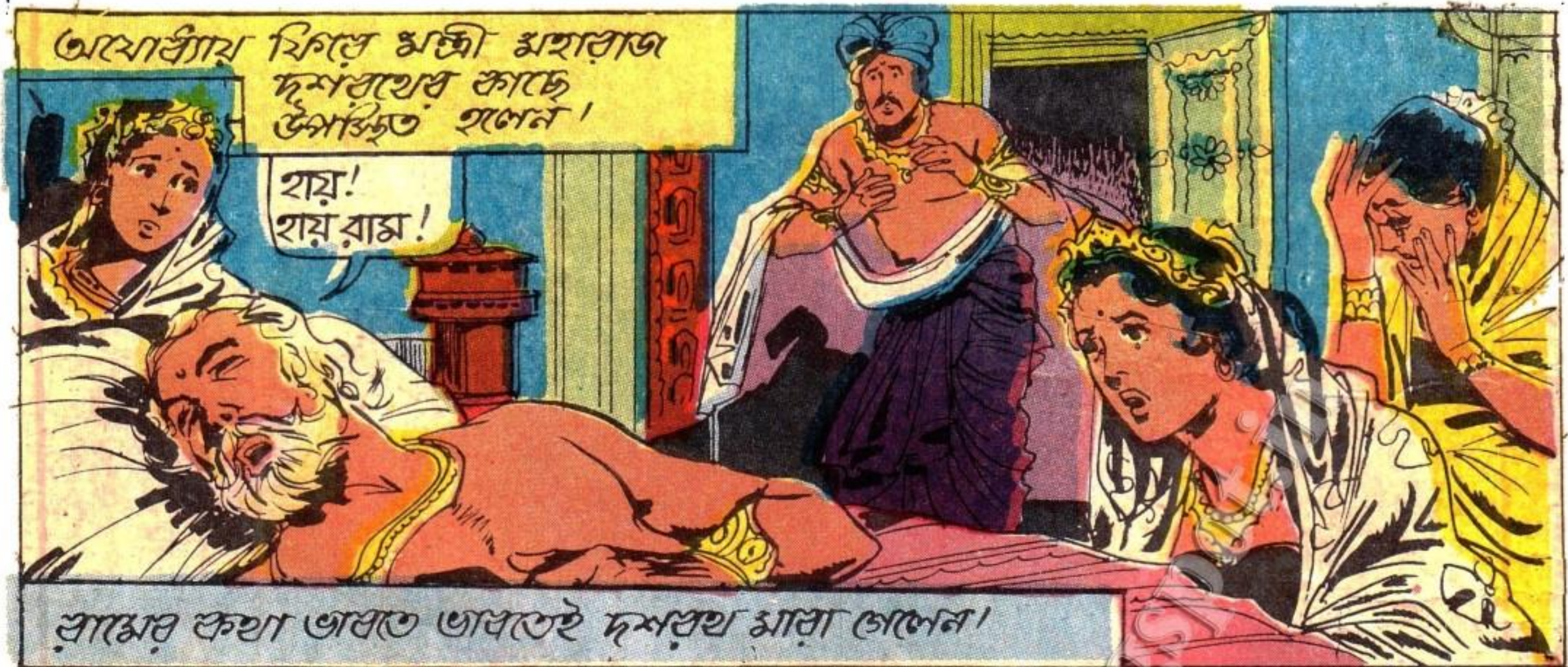
অযোধ্যায় ফিরে মন্ত্রী মহারাজ দশরথের কাছে উপস্থিত হলেন।
হায়! হায় রাম!
রামের কথা ভাবতে ভাবতেই দশরথ মারা গেলেন।

মামার বাড়ি থেকে ফিরে ভরত সোজা মার কাছে গেলেন—
কি হয়েছে মা? সব এমন নিঝঝুম কেন?
সবই ভাল খবর ভরত, অন্ততঃ তোমার পক্ষে! এখন তুমি রাজা হবে। তোমার বাবা মারা গেছেন আর রাম চোদ্দ বছরের জন্যে বনবাসে গেছে।

তখন রাম লক্ষ্মন সীতা চিত্রকূটে বাস করছেন।

ভরত আমাদের বিরুদ্ধে সৈন্য সামন্ত নিয়ে আসছে, আমি......

অমন হুট করে যা তা ভেবনা। ওদের আসতে দাও!

ভরত! ভাই আমার!

বৎস রাম! আমাদের সকলের ইচ্ছে তুমি অযোধ্যায় ফিরে চল!
মার্জনা করুন গুরুদেব। পিতৃ সত্য আমি লঙ্ঘন করতে পারব না।

আর আমিও রাজত্ব নিতে পারি না। আপনি যদি না ফেরেন, আমি আপনার এই দুই পাদুকা সাক্ষী রেখে আপনারই নামে রাজ্য পালন করব।

ভরত বিদায় নেবার পর রাম লক্ষ্মণ ও সীতা দক্ষিণের পঞ্চবটী বনে বাসা বাঁধলেন। সেখানে একদিন.......
কি সুপুরুষ! আর তেমনি শক্তিমান! ওর ভালবাসা আমাকে পেতেই হবে!

আর্য! আমার নাম সূর্পনখা। আপনাকে প্রেম নিবেদন করছি। গ্রহন করুন।
দেবী! আমি বিবাহিত ও সুখী। আপনি লক্ষ্মনকে বলে দেখতে পারেন।

আমি ওঁর সেবক মাত্র উনিইআপনার যোগ্য।

সূর্পনখা এবার ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরে সীতাকে আক্রমন করতে গেল।

ক্রুদ্ধ হয়ে লক্ষ্মন সূর্পনখার নাক কেটে দিলেন। সে তার ভাই খর ও দূষনের কাছে সাহায্য চাইতে ছুটে গেল।
কোথায় খর? কোথায় দূষন?

খর! দূষন! তোমাদের বোনের কি দশা করেছে দেখো!
আমরা এর শোধ নেব বোন!

খর ও দূষন বিরাট রাক্ষস বাহিনী নিয়ে রামকে আক্রমন করতে এল।
খর দূষন দুজনকেই ওরা মেরে ফেলেছে। বাঁচতে চাও ত পালাও।

লঙ্কার রাজা দশানন সূর্পনখার ভাই। সূর্পনখা এবার তাঁর কাছে গেল।
প্রতিশোধের সুখ তুমি পাবে বোন। আগে মারিচের সঙ্গে পরামর্শ করি।

রাবন! রাম অত্যন্ত শক্তিমান। তার সঙ্গে লড়া সহজ নয়।
তুমি সোনার হরিন সেজে রামকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে। সেই অবসরে আমি সীতাকে নিয়ে পালাব।
রাবন মারীচের কাছে গেলেন।

পঞ্চবটী বনে—
কি সুন্দর হরিনটা! ওটা আমার চাই।
আমি এখনই এনে দিচ্ছি।

হরিনটার পেছনে রামকে গভীর বনে ঢুকতে হল। সেখানে হরিনটা রামের মত গলায় চিৎকার করে উঠল।
হায়! লক্ষ্মণ!

ও দিকে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে রাবণ তখন সীতার কাছে গিয়েছে।

আমায় কিছু ভিক্ষা দেবেন দেবী?

সীতা ভিক্ষা নিয়ে আসতেই রাবন
তাকে ধরে ফেলল।

...তারপর রথে চড়ে তাঁকে নিয়ে
পালাল।
বাঁচাও রাম! বাঁচাও লক্ষ্মন!

দয়া করে কেউ আমায় বাঁচাও!

পক্ষিরাজ জটায়ু গেলেন
সীতাকে উদ্ধার করতে।

মূর্খ বৃদ্ধ! রাবনের সঙ্গে লড়ার স্পর্দ্ধা হয়েছে!

BEN

আরো দক্ষিণে যাবার পর বানর-রাজ বালীর ভাই সুগ্রীব আর তার মন্ত্রী হনুমানের সঙ্গে রামের দেখা হল।

আমিও বড় দুঃখী, রাম। বালীর ভয়ে আমি জঙ্গলে লুকিয়ে থাকি। বালীর বিরুদ্ধে আমায় সাহায্য করলে আমিও আপনাকে সাহায্য করব।

হনুমান আকাশে লাফ দিল।

লঙ্কায়—

এবার সীতাদেবীকে খুঁজতে হবে!

অবশেষে এক উদ্যানে—
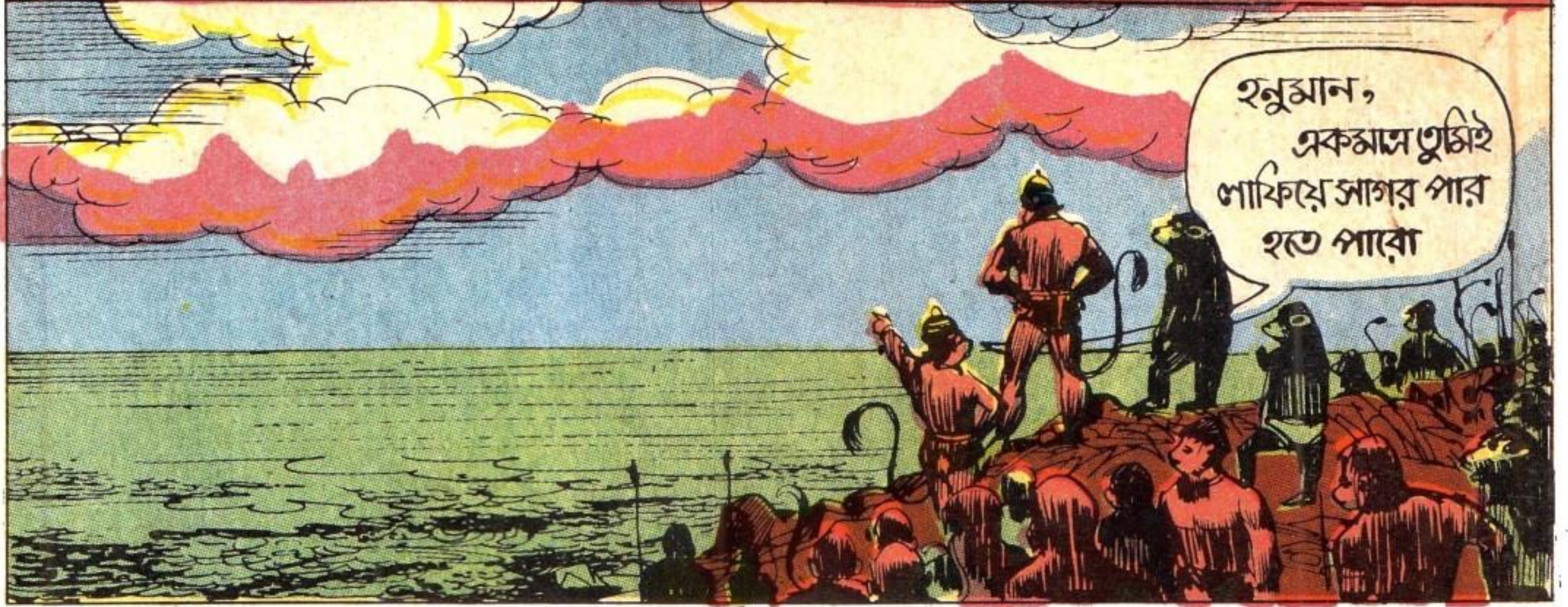
ওই উনিই নিশ্চয় সীতা দেবী!

হনুমান রামের আংটিটা ফেলে দিলে।
রাম বিহনে আমি বাঁচতে চাই না। আমি বরং আত্মহত্যা করব... রামের আংটি! কোথা থেকে এল!
আংটিটা আমিই এনেছি। আপনি এখানে আছেন শ্রীরামকে গিয়ে আমি জানাব। তিনি অবশ্যই এসে রাবণকে বধ করবেন।
হনুমান গাছ থেকে নেমে দাঁড়াল
কিন্তু যাবার আগে এই রাক্ষসগুলোকে একটু শিক্ষা দিয়ে যাই।
ওই সেই বানরটা। ধরো, ওকে ধরো!

বাগানের সর্বত্র হনুমান রাক্ষসদের বিষম মার দিয়েছে। রাবণ তাই অনেক লোকজন দিয়ে তাঁর ছেলে অক্ষয় কুমারকে পাঠালেন।

রাবণের রাজসভায়—
মেঘনাদ, তুমি এবার গিয়ে বানরটাকে এখানে ধরে নিয়ে এস।
বানরটা রাজপুত্র অক্ষয় কুমারকে মেরে ফেলেছে।

মেঘনাদ হনুমানকে ধরে রাজসভায় আনলেন।
এই দুষ্ট বানরটার লেজে আগুন দাও।
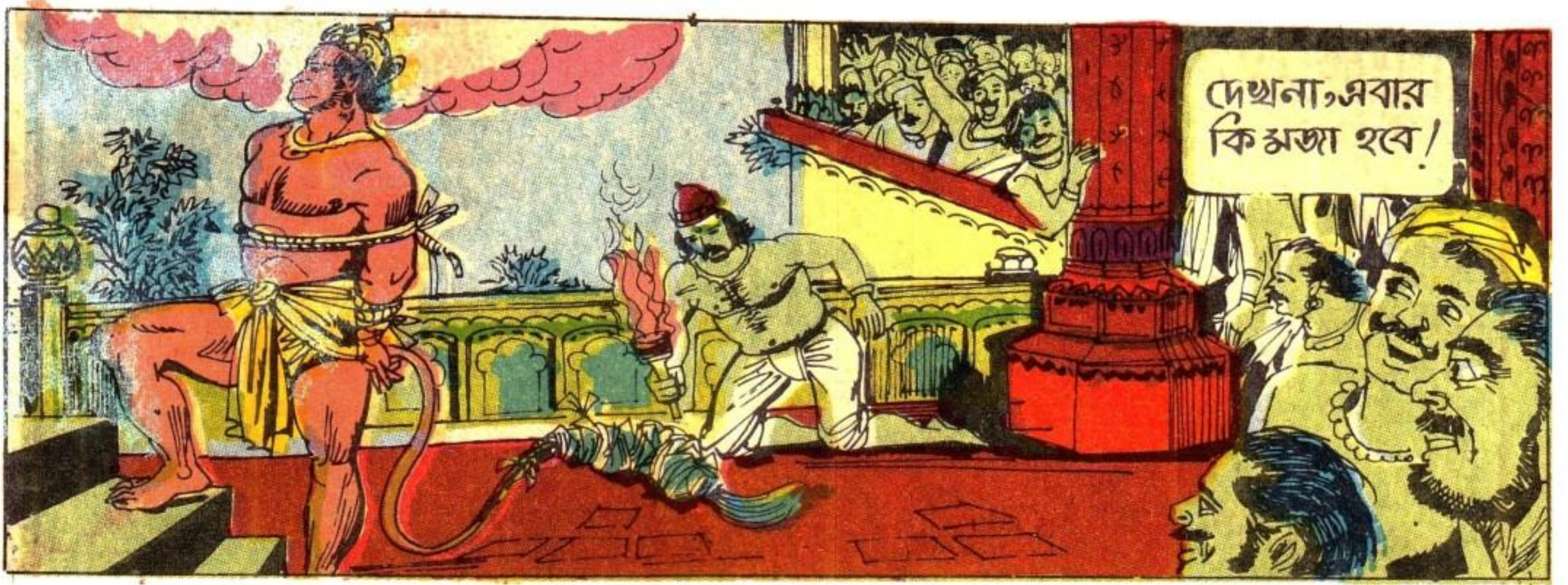
হনুমান তার সব বাঁধন ঢিলে করে দিয়ে লেজটা বাড়াতে বাড়াতে প্রকাণ্ড করে তুললে। তারপর সেই জ্বলন্ত লেজে সমস্ত লঙ্কায় আগুন ধরিয়ে দিলে।

লঙ্কা জ্বালিয়ে দিয়ে হনুমান রামের শিবিরে ফিরে এল।

বানর ভল্লুক, আর অন্যান্যদের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে
রাম, লক্ষ্মন সুগ্রীব ও হনুমান সমুদ্রতীরে
পৌঁছলেন।

দু'পক্ষের সৈন্যদল তখন যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত।

শোনো অঙ্গদ, যুদ্ধের আদেশ দেওয়ার আগে রাবনের কাছে একটা বার্তা নিয়ে যাও।

যুবরাজ অঙ্গদ রাবনের রাজসভায় এলেন।
সসম্মানে সীতা দেবীকে ফিরিয়ে দিন। প্রভু শ্রীরাম আপনার সঙ্গে সন্ধি করবেন।
রামকে বোলো যে আমি সীতাকে ফিরিয়ে দেবনা। আমরা যুদ্ধ চাই।

অঙ্গদ ফিরে এলে যুদ্ধ আরম্ভ হল।

রাবনের ছেলে মেঘনাদের এক তীরে বীর লক্ষ্মন মারাত্মক আঘাত পেলেন।

শুধু যদি বৈদ্য সুষেনকে এখানে আনা যেত!
আমি তাঁকে আনব।

হনুমান বাড়িশুদ্ধ সুষেনকে বয়ে নিয়ে এল।

ভোরের আগে বিশল্যকরনী লতা যদি কেউ আনতে পারে তবেই লক্ষ্মণ বাঁচবেন!
আমি আনব।

রামের বুক তখন ভেঙ্গে গেছে।
ভাই না বাঁচলে আমার আর বাঁচার ইচ্ছে নেই!

বিশল্যকরনী লতা সমেত গন্ধমাদন পাহাড়টাই এনেছি।

বিশল্যকরনী লতায় তাড়াতাড়ি কাজ হল। লক্ষ্মণ উঠে বসলেন। সকলের আনন্দ আর ধরে না।
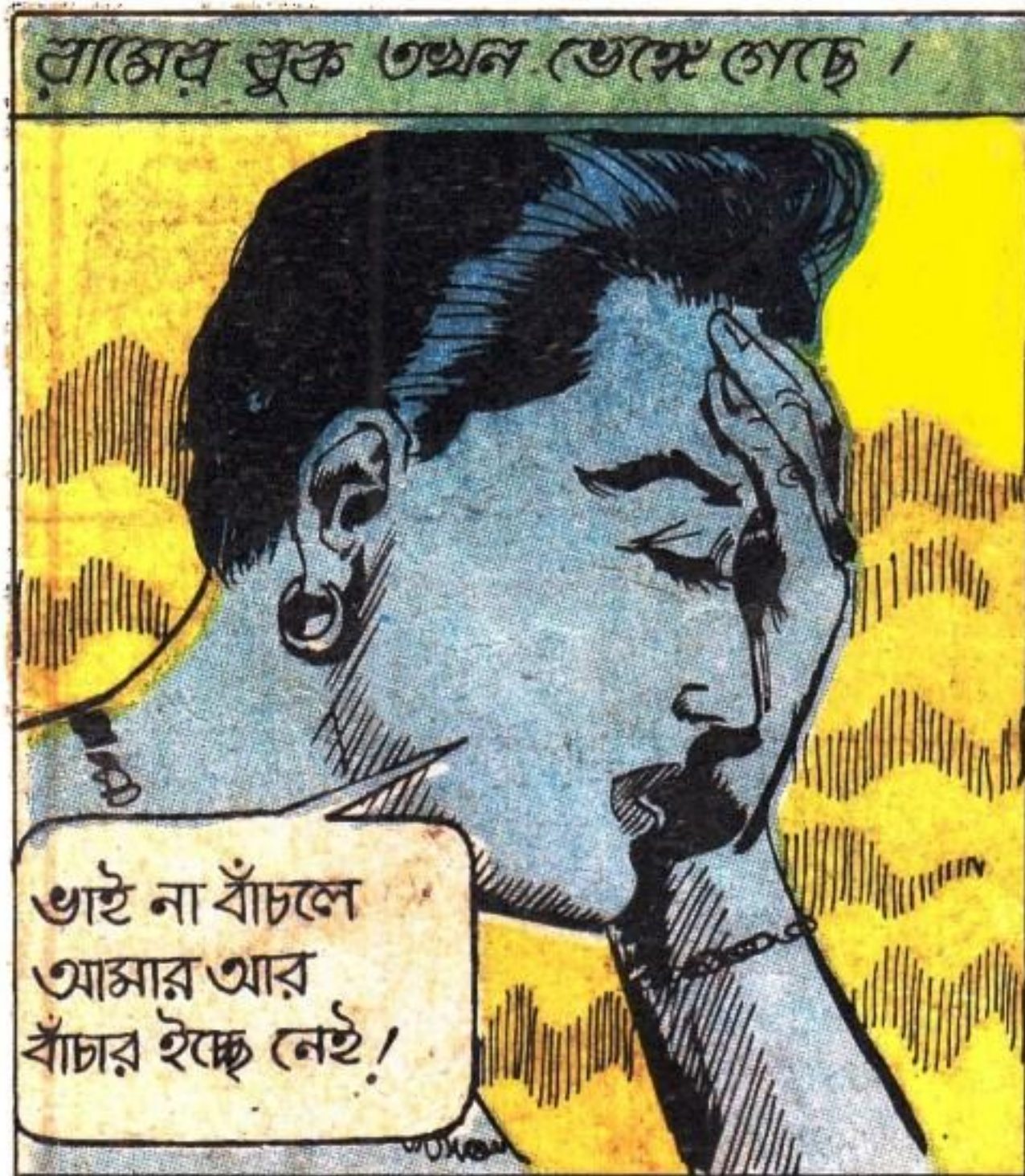
এবার রাবনের ভাই কুম্ভকর্ন বানরসেনা ছাড়খার করতে লাগলেন।

কিন্তু রাম আরো অনেক শক্তিমান।
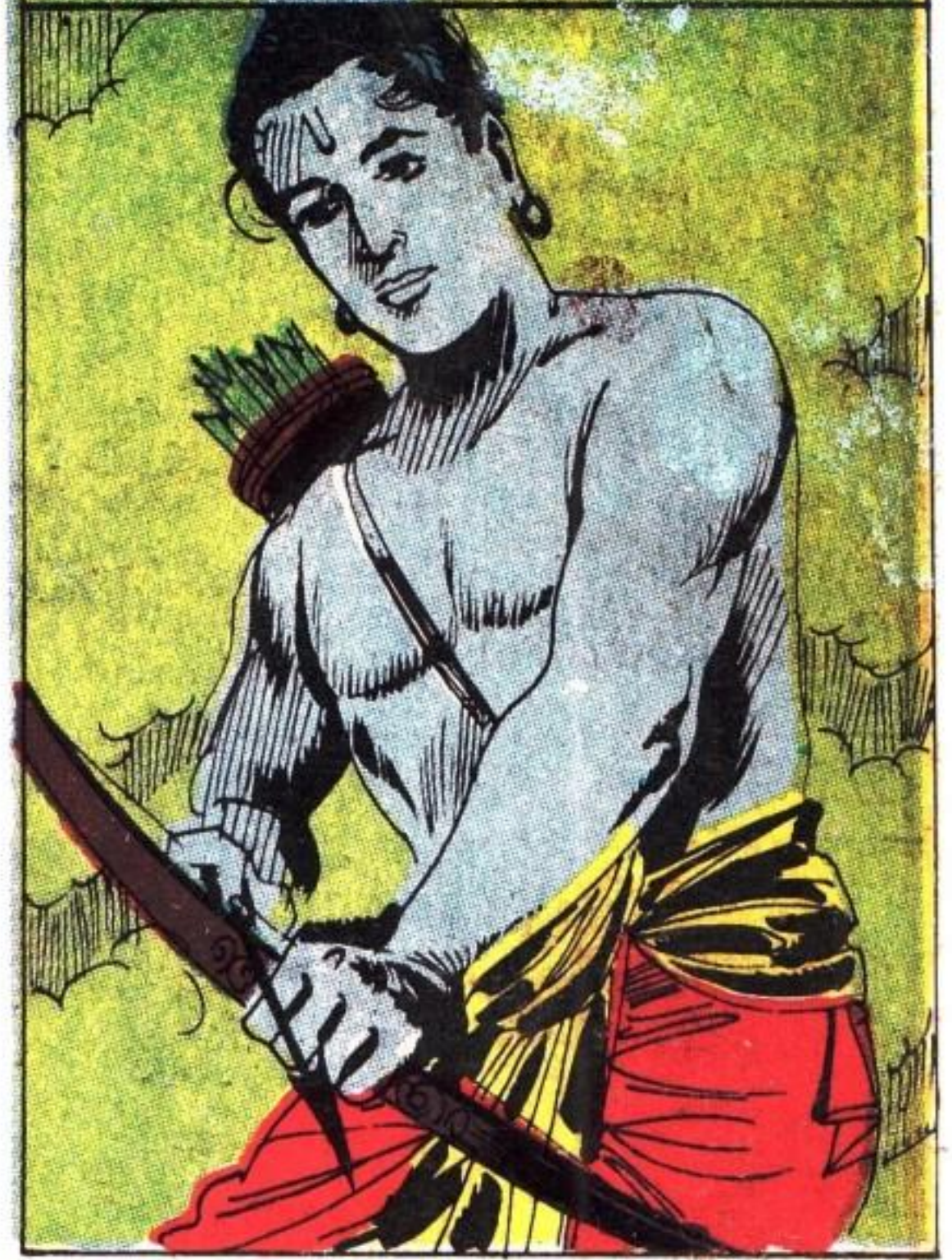
অচিরে কুম্ভকর্নের পতন হল।

রাবনের ছেলে মেঘনাদও লক্ষ্মনের হাতে প্রান দিলেন।

রাক্ষসেরা এবার পালাতে লাগল।

রাবণের শিবিরে-
ওরা মেঘনাদকে মেরে ফেলেছে!

রামকে মারবার পণ করে রাবণ দারুণ যুদ্ধ করলেন।

কুড়ি হাতে তিনি বানর বাহিনীর উপর অবিশ্রান্ত তীর বর্ষণ করতে লাগলেন।
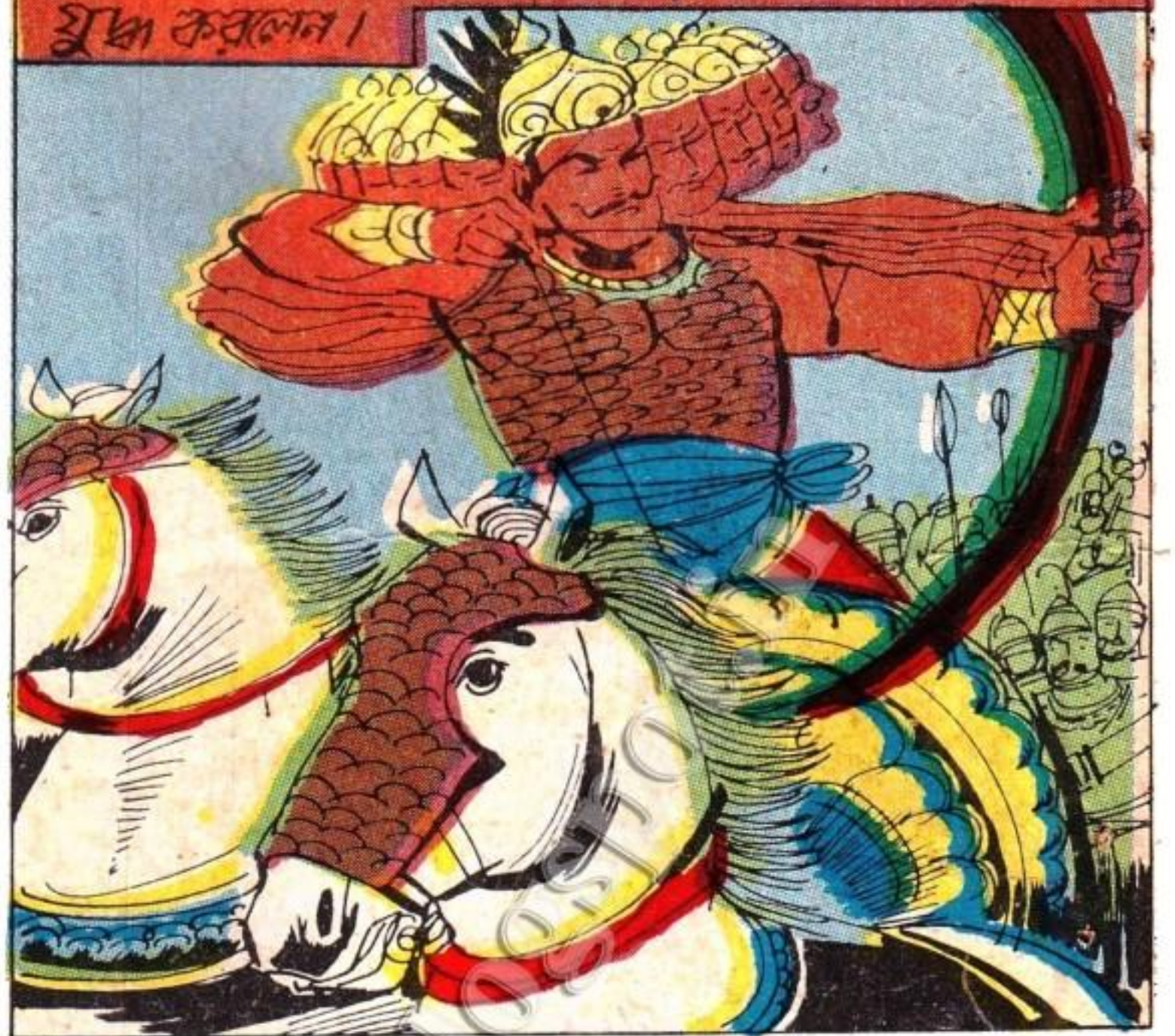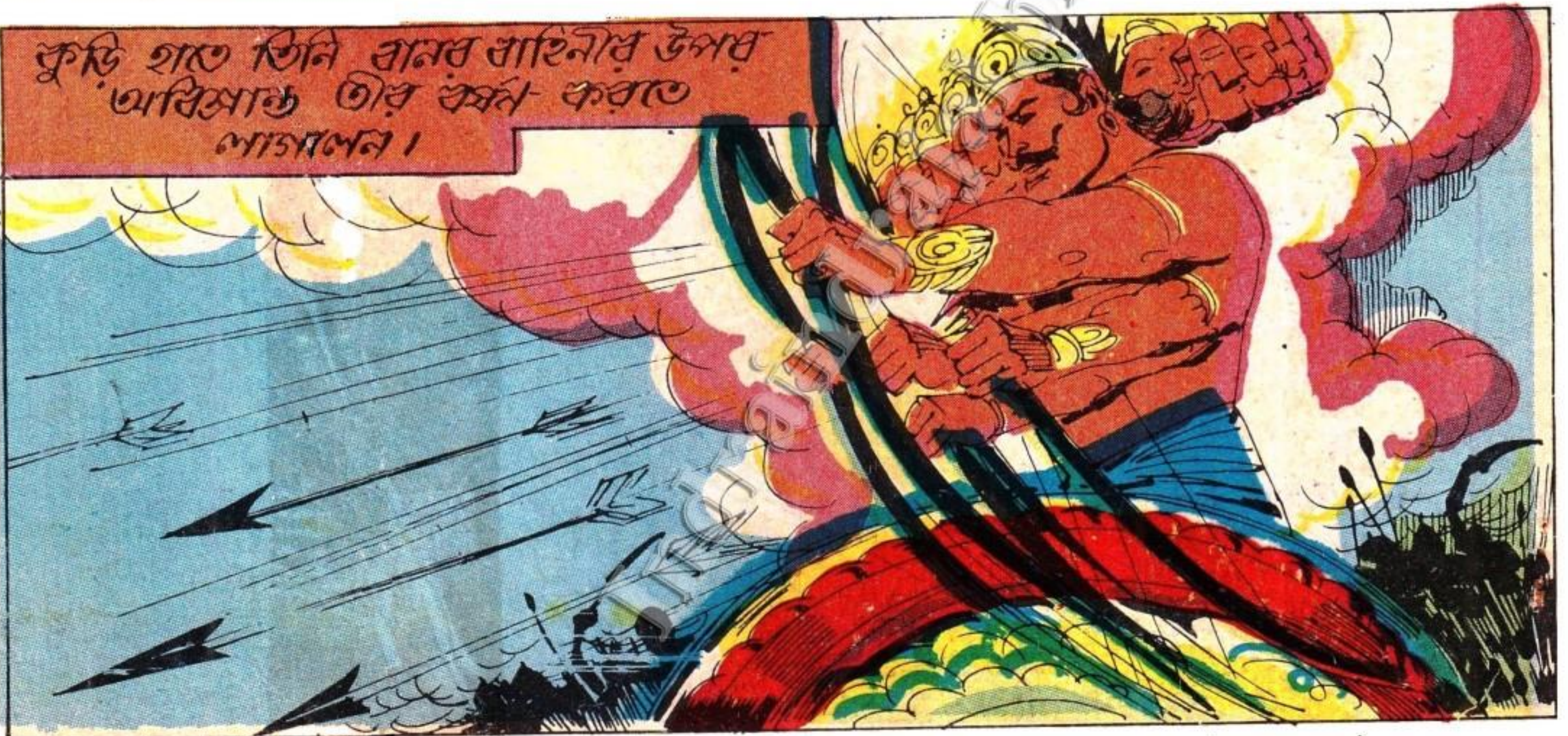
পুত্রহন্তা লক্ষ্মণ! তোমায় বাঁচতে দেবনা!

রাম ও রাবণে এবার মুখোমুখি সাক্ষাৎ হল। দেবরাজ ইন্দ্র রামকে এক রথ পাঠিয়ে দিলেন।

রাবনের সঙ্গে যুদ্ধ করে তুমি বাঁচবেনা রক্ষা পাবেনা ওই ধার করা রথ দিয়ে!

বানরসেনারা তখন আতঙ্কে দিশাহারা, একা হনুমানই নির্ভয়ে যুঝতে লাগল।

বিভীষন! গত আঠারো দিনে বহুবার মাথা কেটে ফেলা সত্ত্বেও রাবনের মৃত্যু হয়নি!

তার কারন ওর প্রানের অমৃত আছে ওর নাভির মধ্যে।

রাম রাবনের নাভিতে এবার তীর মারলেন। দেখতে দেখতে রাবনের সব কটি মাথা ও বাহু তীর বিদ্ধ হল।

রাম অযোধ্যার রাজা হলেন ও বহুকাল রাজত্ব করলেন।

NOW!
Listen
to stories from
AMAR CHITRA KATHA
on
AMARNĀd
PRE-RECORDED CASSETTES
KRISHNA
amar chitra katha
Now you can listen to your favourite Amar Chitra Katha on cassette. Exciting and inspiring stories from History, Mythology and Folklore dramatically recaptured with dialogue and music.
7 Amar Chitra Katha cassettes (four in English, three in Hindi) now available at leading music shops. 60 minutes of listening pleasure on each cassette. Buy it for yourself or give it as a gift to someone you love.
Rs.40 per cassette (post paid)
Over 350 Amarnad programmes now available.
amar chitra katha
Mail this coupon along with your M.O./Draft to:
INDIA BOOK HOUSE PVT. LTD.
12-H, Dalamal Park, 223 Cuffe Parade, Bombay-400005
ENGLISH
☐ Krishna I & II Sudama, Dhruva
☐ Seven tales of Panchtantra
☐ Seven tales of Birbal
☐ Nine tales of Birbal
HINDI
☐ Krishna, Sudama Luvkush, Dhruva
☐ Sati aur Shiva Ram ke Purvaj Dasharatha, Prahlad
☐ Panchatantra
Please send me Amar Chitra Katha cassette(s) ticked ☑ at Rs. 40 per cassette (post paid)
My M.O./Draft for Rs.__ for __ cassette(s) is enclosed
Name
Address